শেষ পাতা

সম্পদের দাম বেড়েছে

যুবক-ডেসটিনির গ্রাহকদের ৬০% অর্থ ফেরত দেয়া সম্ভব

নিজস্ব প্রতিবেদক

বণিক বার্তা

সেপ্টেম্বর ২৭, ২০২১ |

বিতর্কিত বহুস্তর বিপণন (এমএলএম) পদ্ধতির ব্যবসার নাম করে এক যুগ ধরে মানুষের কাছ থেকে ৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি তুলে নিয়েছিল ডেসটিনি। যুব কর্মসংস্থান সোসাইটিও (যুবক) গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণা করে প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। এরপর প্রতারণার দায়ে প্রায় আট বছর আগে এ দুই প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হয়। তাদের গ্রেফতারের পর থেকেই গ্রাহকদের অর্থ ফেরতের বিষয়টি সামনে আসে। কিন্তু এ দুই প্রতিষ্ঠানের সম্পদ বিক্রি করে তখন যে অর্থ পাওয়া যেত, তা দিয়ে গ্রাহকদের অর্থ ফেরত দেয়া সম্ভব ছিল না। তবে এ আট বছরে এসব সম্পদের দাম বেড়েছে। তাই বর্তমানে এসব সম্পদ বিক্রি করে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা দিয়ে গ্রাহকদের অন্তত ৬০ শতাংশ পাওনা পরিশোধ করা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন সরকারের নীতিনির্ধারকরা। অর্থ ফেরত দেয়ার বিষয়ে কাজও করছে সরকার।

এ প্রসঙ্গে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, যুবক ও ডেসটিনির যে পরিমাণ সম্পদ আছে, তা বিক্রি করলে গ্রাহকদের ৫০-৬০ শতাংশ পাওনা পরিশোধ করা সম্ভব। গ্রাহকদের অর্থ ফেরতের বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয় কাজ করছে বলেও জানান তিনি। গতকাল রাজধানীর ইস্কাটনে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ডেসটিনি ও যুবকের অনেক সম্পদ রয়েছে। সম্পদগুলোর দামও বেড়েছে অনেক। ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করলেও যে টাকা পাওয়া যাবে তা দিয়ে গ্রাহকদের ৫০-৬০ শতাংশ টাকা ফেরত দেয়া যাবে। বাণিজ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে সাংবাদিকদের জানান।

তিনি বলেন, আইনমন্ত্রী তাকে বলেছেন এটা আদালতের বিষয়। কাউকে (কোনো সংস্থা) দিয়ে সংযুক্ত করে ক্ষতিপূরণ দেয়া যেতে পারে। আইন মন্ত্রণালয় এটা নিয়ে কাজ করছে। গ্রাহকদের অন্তত ৭ হাজার কোটি টাকা আটকে রেখেছে ডেসটিনি ও যুবকের মালিকপক্ষ।

ই-কমার্স বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রচারমাধ্যম তথা সাংবাদিকদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন টিপু মুনশি। তিনি বলেন, ডিজিটাল বাণিজ্য বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের এক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার সুযোগ নেই। গুটিকয়েক অসৎ প্রতিষ্ঠানের কারণে ই-কমার্স বন্ধ করে দেয়ার সুযোগ নেই।

করোনাকালে ই-কমার্স ভোক্তাদের সেবায় কাজ করে সুনাম অর্জন করেছে উল্লেখ করে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত দুটি ঈদুল আজহায় কোরবানির পশু ক্রয়-বিক্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে ই-কমার্স। সরকার যথাযথ আইন প্রণয়ন করে সুশৃঙ্খলভাবে ই-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য কাজ করছে। উৎপাদন খরচের চেয়েও কম দামে পণ্য দেয়ার অফার বাস্তবসম্মত নয়, এটি বুঝতে হবে। সাধারণ মানুষকে এ ধরনের প্রলোভন দেখানো থেকে সরে আসতে হবে।

ই-কমার্স সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এজন্য সচেতনতা বাড়াতে হবে। ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাংবাদিকরা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। দেশের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অসৎ উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান মানুষকে প্রতারিত করার চেষ্টা করছে। ই-কমার্স বিষয়ে মানুষকে সচেতন হতে হবে। এর আগে যেসব প্রতিষ্ঠান মানুষকে প্রতারিত করেছে, সেগুলোর অনেক সম্পদ আছে। সম্পদগুলো বিক্রি করলে অনেকের পাওনা পরিশোধ করা সম্ভব। এসব বিষয় মাথায় রেখে সরকার কাজ করছে। এ সময় মন্ত্রী দুই বছর আগে অনলাইনে কোরবানির গরু কিনতে গিয়ে নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন।

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) আয়োজিত এ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপারসন মো. মফিজুল ইসলাম। কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন কমিশনের সদস্য বিএম সালেহ উদ্দীন, ড. মো. মনজুর কাদির, নাসরিন বেগম, কমিশনের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মাফরুহ মুরফি, ইআরএফের সভাপতি শারমিন রিনভী ও সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশিদুল ইসলাম।